প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জার্মান গ্রীন-পীস সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতি পেটরা কেলি এবং তাঁর বয়ফ্রেন্ড দুজনেই চূড়ান্ত আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। পোস্ট মর্টেমে প্রমাণ হয়েছিল যে মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে থাকতে তাঁরা খাদ্যাভাবে ছিলেন। শ্রীমতি পেটরা কেলি জার্মানীতে মার্কিন মিসাইল ঘাঁটির বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তাতে পরিবেশ বিপন্ন হবে এই যুক্তিতে।

ভারতবর্ষেও যে একেবারে প্রতিবাদ ওঠেনি এরকম নয়। কিন্তু যেহেতু ভারতে বিজ্ঞানমনস্কতা আমেরিকার সমকক্ষ নয়, তাই ঠিক সেরকমভাবে ব্যাপারটা প্রচারিত হয়নি। মার্কিন প্রাক্তন প্রতিরক্ষা বৈজ্ঞানিকরা সংগঠন করে সাইকোট্রনিকের বিরোধিতা করেছিলেন মার্কিন নাগরিকদের ওয়াকিবহাল করতে যাতে মার্কিন নাগরিকরা সংবিধান বহির্ভূত পদ্ধতিতে এই প্রয়োগের শিকার না হন। দুর্ভাগ্যের কথা, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সেই গণতান্ত্রিক চেতনা নেই স্বদেশবাসীর প্রতি। এটার অন্যতম কারণ ভাবা পরমাণুকেন্দ্রের যে বৈজ্ঞানিকরা সাইকোট্রনিক পরিচালিত করেন, তাদের প্রয়োগের মধ্যে বিদেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট। কিন্তু যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীন এই দপ্তর? তাই তারা নিজেদের আইনের উর্দ্ধে বলে ভাবেন, পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠলে বা হাইকোর্টে মামলা উঠলে এরা স্বচ্ছন্দে সত্য গোপন করেন। বেশী খোঁজ খবর করলে এরা নৃশংস পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এবার আর এক ঘটনার কথা বলা যাক, দেবাশিষ বাগচি যখন কলকাতার সি,বি, আই-র ডি, আই, জি ছিলেন তখন এই গণতান্ত্রিক সংবিধান বহির্ভূত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় সি, বি, আইর অফিসার শ্রীনাগিকে, যিনি গবেষক হিসাবে অতীতে ভাবা এটমিকের সহযোগী সংস্থা সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকসে জড়িত ছিলেন। তদন্ত শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যে সাইকোট্রনিক পদ্ধতির প্রয়োগে একদল রিকসাওয়ালাকে উত্তেজিত এবং প্ররোচিত করে শ্রীবাগচিকে প্রচন্ড প্রহার করা হয়, তাঁর গাড়ী রিকসায় ধাক্কা মেরেছে এই অজুহাতে। শ্রীবাগচি একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে যান। কলকাতার বুকে ডি, আই, জি, সি, বি, আইকে প্রহারের ঘটনা সেই প্রথম, এরপর তদন্তকারী অফিসার শ্রীনাগিকে মেরে ফেলবার চেষ্টা হয় প্রকাশ্য দিবালোকে, পার্কস্ট্রীটে তাঁর মোপেডকে পিছন থেকে গাড়ীর ধাক্কায় পিষে ফেলার চেষ্টা হয়। শ্রীনাগি সর্দারজী (শিখ) এবং মাথায় পাগড়ী পরিধান করতেন সেই কারণে মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগলেও প্রাণে বেঁচে যান এবং দীর্ঘদিন নিউরোলজিক্যাল অসুস্থতায় ভুগেছিলেন। এই তদন্তের সঙ্গে যে সমস্ত অফিসার জড়িত ছিলেন তাদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয় এবং তদন্ত চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের ক্ষমতা অসীম। এই প্রতিবেদক ভাবা পরমাণুকেন্দ্রের পরিচালক বিকাশ সিনহার নির্দেশে, রিসার্চ এন্ড এনালিসিস উইং এর এক জানোয়ারের হাতে প্রহৃত হয়েছিলেন। এবং তার পর থেকে তিনি বিদেশ থেকে কোন জরুরী চিঠি পাচ্ছেন না বা পাঠাতে পারছেন না, দমদম বিমানবন্দর থেকে তার জরুরী চিঠিপত্র এস, আই, বি তুলে নিচ্ছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ, অবশ্যই সি, আই,-এর অপ্রত্যক্ষ নির্দ্দেশে এবং তার e-mail ও hacking করা হচ্ছে।